দৈনিক [illegible]

26 JUL 2008
৭ ... ৩

ইবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষকদের নতুন জাতীয় বেতন স্কেল চাই

সম্পাদক সমীপে

প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে সব শিক্ষার ভিত্তি। অথচ ইবতেদায়ী মাদরাসা ও রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ সবচেয়ে বেশী অবহেলিত। তাদের যে স্কেলে বেতন দেয়া হচ্ছে, সেটা একজন ড্রাইভার ও টাইপিস্টের স্কেলের চেয়েও কম। শিক্ষকগণ অতীতে সব রাজনৈতিক সরকারের কাছে বহু আবেদন-নিবেদন করে এবং আন্দোলন করেও তাদের কোন দাবী দাওয়াই আদায় করতে পারেননি। ফলে ইবতেদায়ী মাদরাসার শিক্ষকগণ মানবেতর জীবনযাপন করছেন। তাদের আর্থিক অবস্থা এতটাই সঙ্গিন যে তারা ছেলে-মেয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে মহাসঙ্কটে হাবুডুবু খাচ্ছেন। ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া পরিবার-পরিজনের চিকিৎসা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র তিন হাজার একশত টাকায়।

বর্তমান চাল, ডাল, তেল, আটা, গুঁড়াদুধসহ সবা ধরনের দ্রব্যের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি জীবনযাত্রাকে এতটাই সঙ্কটপূর্ণ করে তুলেছে। স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজনের কাছে পরিবারের উপার্জনক্ষম মানুষটি আজ যেন চরম অপরাধী। একই দেশ একই শিক্ষার, অবদান সমান সমান, কিন্তু শিক্ষকের বেতন বৈষম্যপূর্ণ। যেমন নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত ইবতেদায়ী ও রেজিস্টার্ড শিক্ষক পান ৩০০০ টাকা। আর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পান প্রায় ৬০০০ টাকা। আর পুরাতন ইবতেদায়ী শিক্ষক পানা ওই ৩০০০ টাকাই। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বাড়ীভাড়া পান প্রায় ১৪০০ টাকা। আর ইবতেদায়ী মাদরাসার শিক্ষক বাড়ীভাড়া পান মাত্র ১৫০ টাকা। তারা চিকিৎসা ভাতা পান ৬০০ টাকা আর ইবতেদায়ী শিক্ষক পান মাত্র ১০০ টাকা। সরকারী শিক্ষকগণ উৎসব ভাতা পান বেতনের সমপরিমাণ টাকা। আর বেসরকারী শিক্ষকগণ পান বেতনের ২৫%। সরকারী শিক্ষকগণ ইনক্রিমেন্ট পান প্রতি বছর একটি করে, আর বেসরকারী শিক্ষকগণ পাচ্ছেন তার চাকরি জীবনে মাত্র একটি। ইবতেদায়ী মাদরাসার শিক্ষকদের একটাই টাইম স্কেল যা পান আট বছর পরে আর তাতে বেতন বৃদ্ধি পায় মাসে মাত্র ১০০ টাকা। আর এ টাকা উত্তোলন করার জন্য কাগজপত্রের ফাইল টেবিল পরিবর্তন করতে ব্যয় হয় প্রায় ৫০০০ টাকা। এটা টাইম স্কেল নামে প্রহসন মাত্র। পাশাপাশি হাই ও অন্যান্য সেকশনে শিক্ষকদের নিয়োগের পর থেকে দুই-তিনটি টাইম স্কেল পান। আর তাতে বেতন বৃদ্ধি পায় প্রতি মাসে ১০০০ থেকে ১৭০০ টাকা বা আরো অনেক বেশী। এটা অনিয়ম আর বৈষম্য নয়? ইবতেদায়ী ও রেজিস্টার্ড শিক্ষকদের কথা কোন সরকার কি আজ পর্যন্ত চিন্তা করে দেখছে? ৩০০০ টাকায় এদের দিন কিভাবে যায়?

যা হোক, যখন কোন নতুন বেতন স্কেল বা মহার্ঘ্য ভাতা প্রদান করা হয় সেটা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে করা হয়। আর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সবার জন্যই সমান আকার হয়। কিন্তু বেতন/মহার্ঘ্য ভাতা সমান হয় না। কারণ স্কেল তৈরী করেন বড় বড় স্কেলধারীরা। তারা নিম্ন স্কেল দেখার সময় পান না বা সেটা নিয়ে চিন্তাও করেন না। দেখেন শুধু নিজের বৃদ্ধিটা। বেতন যদি ২০% বৃদ্ধি করা হয় তাহলে দেখা যায়, ৭নং বেতন গ্রেডের অধিকারীর বৃদ্ধি হয় মাসে ১৮০০ টাকা। আর ১৫নং বেতন গ্রেডের অধিকারী ইবতেদায়ী ও রেজিস্টার্ড শিক্ষকদের বৃদ্ধি হয় মাসে মাত্র ৬০০ টাকা। কিন্তু দ্রব্যমূল্য বেতন কোড অনুযায়ী বৃদ্ধি হয়নি। বা বাজারে বেতন কোড অনুযায়ী দ্রব্যের মূল্য নেয়া হয় না। সবার চাহিদা সমান এবং দ্রব্যমূল্য সবার জন্য সমান। কেবল বেতনে আকাশ-পাতাল বৈষম্য।

বর্তমান দেশে ২০টি ধাপে বেতন স্কেল নির্ধারণ করা আছে। রাজনৈতিক সরকারের আমলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ছিল, যে কারণে এগুলো সংস্কার করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু বর্তমান সরকার জনগণের পক্ষের সরকার। এ সরকারের কাছে মানুষের প্রাপ্তির চেয়ে প্রত্যাশা অনেক বেশী। তাই প্রচলিত ২০ ধাপের বেতন স্কেলকে সংস্কার করে নিচের ১১ নং থেকে ২০ নং ধাপগুলোকে বাদ দিয়ে ১০ ধাপের জাতীয় বেতন স্কেল ঘোষণা করা হোক। সেই সাথে বাড়ীভাড়া, চিকিৎসা ভাতা, উৎসব ভাতা, ইনক্রিমেন্ট ও টাইম স্কেলের বৈষম্য দূর করা হোক। বর্তমান বাজারদর এবং আগামী পাঁচ বছর দ্রব্যমূল্য কি হতে পারে এরূপ ধারণা সামনে রেখে অনতিবিলম্বে ১০ স্তরবিশিষ্ট জাতীয় বেতন স্কেল ঘোষণা করা হোক। দাখিল, আলিম, ফাজিল, কামিল মাদরাসা থেকে ইবতেদায়ীকে পৃথক করা হোক। ইবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোকে জাতীয়করণ করা হোক। ইবতেদায়ী ও রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যৌক্তিক এ দাবী মেনে নিয়ে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের সরকারের আন্তরিকতা প্রত্যাশা করেন সকল শিক্ষক। আশা করি রাষ্ট্রপতি, প্রধান উপদেষ্টা, শিক্ষা উপদেষ্টা ও অর্থ উপদেষ্টা বিষয়টি আন্তরিকতার সাথে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

মোহাম্মদ ইউনুছ আলী খান
মাঝবাড়ী আলিম মাদরাসা
ইবতেদায়ী প্রধান শিক্ষক
মাঝবাড়ী, পাংশা, রাজবাড়ী।